5

দৈনিক ইত্তেফাক

19 JUN 1997

দুর্বৃত্তদের কবলে পরীক্ষা কেন্দ্র

একশ্রেণীর ছাত্রের দুর্বৃত্তপনা এখন সকল মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাহারা শিক্ষক মানে না। সমাজ মানে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আইনও মানে না। তাহারা এখন বোমা-বন্দুক-সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। ধ্বংস ও খুন-খারাবিই যেন তাহাদের প্রধান পেশা। গত সোমবার এই শ্রেণীর কিছুসংখ্যক ছাত্র রংপুর কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ দিন মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলিতেছিল এবং অন্যদের মত এই দুর্বৃত্তরাও ছিল পরীক্ষার্থী। কিন্তু ইহারা পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়া পরীক্ষার হলে নকল নিয়া আসিয়াছিল। পরীক্ষা পরিদর্শকরা নকল করা অবস্থায় তাহাদের ধরিয়া ফেলেন। তখন তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া সমিতিতে আভির্ভূত হয় এবং তাহাদের উপর চড়াও হয়। তাহাদের কাহারও কাহারও হাতে ছিল কাটা রাইফেল। তবে শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা দৌড়াইয়া অধ্যক্ষের কক্ষে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। অন্যদিকে দুর্বৃত্ত ছাত্ররা ক্লাসরুম, শিক্ষক কক্ষ ও ল্যাবরেটরী ভাংচুর করিয়া সেখানে অগ্নি-সংযোগ করে। দুর্বৃত্ত ছাত্রদের হামলায় কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের দশজন শিক্ষক আহত হইয়াছেন বলিয়া পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হইয়াছে।

রংপুরের এই ঘটনা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের অধোগতির একটি বড় দৃষ্টান্ত। যে ছাত্ররা পরীক্ষার হলে তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদেরই নয়, আমরা মনে করি, রংপুর শহরবাসীরও হয়তো পরিচিত। ইহারা বহু পূর্বে সন্ত্রাসে হাত না পাকাইয়া হঠাৎ পরীক্ষার দিন সন্ত্রাস করে নাই। প্রশ্ন হইতেছে, এই সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন পূর্বে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। কোন অস্ত্রধারী মাস্তান অথবা কোন দুর্বৃত্তকে মহাবিদ্যালয়ে পোষার কোন নিয়ম নাই। সেখানে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কারিগরি শিক্ষা। মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমবর্ষে এই দুর্বৃত্তদের বহিষ্কার করিলে মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষাক্ত হইত না এবং পরীক্ষাও ভণ্ডুল হইয়া যাইত না। ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে দুর্বৃত্ত ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রমাণিত হইবেন। তাহাছাড়া কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ কখনও শিক্ষার উপযুক্ত ছিল না ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।

দেশে শিক্ষার পরিবেশ এখন একেবারে বিপর্যস্ত। শিক্ষকরা এখন দুর্বৃত্ত ছাত্রদের দুর্বৃত্তপনা প্রশমিত বা দমন করার পরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এখানে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের যত ব্যর্থতা তাহার চাইতে বেশী ব্যর্থতা সরকারের। কারণ, ছাত্র যখন দুর্বৃত্ত হইয়া যায় তখন তাহার প্রধান পরিচয় হয় অপরাধী। দেশের অপরাধ ও অপরাধী দমনের দায়িত্ব একদিকে সচেতন নাগরিক, কর্তব্য-পরায়ণ পেশাজীবী গোষ্ঠী অন্যদিকে সরকার। দুর্বৃত্তদের দমনে সাফল্য অর্জন মূলতঃ আইন-শৃঙ্খলা এজেন্সির কাজ। শিক্ষক, অভিভাবক, সচেতন নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ কর্তব্য দায়িত্ব পালনে ব্রতী হইতে পারিলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক আগে দুর্বৃত্ত মুক্ত হইত। অথচ সমষ্টিগত ব্যর্থতার জন্য এখন এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হইয়াছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানে অধোগতি ঘটিয়াছে। সে কারণে বহু অভিভাবক সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন। তাই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবেশী ভারতসহ বহু দেশে শিক্ষা গ্রহণরত। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই করুণ দশা এখন জাতীয় লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বৃত্তমুক্ত করা এখন একান্ত প্রয়োজন।